ব্রি ধান৪০ উৎপাদন পদ্ধতি

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি ধান৪০ কি?

চিত্রঃ ব্রি ধান৪০

ব্রি ধান৪০ উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে আমন মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী একটি উফশী ধানের জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০৩ সালে জাতটি উদ্ভাবন করে। এটি একটি আলোক-সংবেদনশীল জাত। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে রাজাশাইল, কাজলশাইল, পাটনাই, মরিচশাইল, লক্ষীশাইল ইত্যাদি স্থানীয় জাতের আবাদ হয় সেখানে এ জাতটি আবাদযোগ্য। এর জীবন কাল ১৪৫ দিন এবং ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন। এর চাল মাঝারি মোটা এবং ভাত খুব ভাল। এর শীষের অগ্রভাগে কোন কোন ধানে শুঙ থাকে। এর গাছের উচ্চতা ১১৫ সেন্টিমিটার। কাণ্ড মজবুত তাই হেলে

কেন চাষ করবেন?

বাংলাদেশের উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা রয়েছে যা আধুনিক ধান চাষের অন্তরায়। আমন মৌসুমে লবণাক্ততা সাধারণত কম থাকে। চারা ও থোড় অবস্থায় ব্রি ধান৪০ সাধারণত ৮ ডিএস/মিটার অর্থাৎ মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। কাজেই লবণাক্ত অঞ্চলে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে ব্রি ধান৪০ চাষ করে সহজেই অন্তত দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এর ৩০-৫০ দিন বয়সের চারা বেশ লম্বা বিধায় এক হাঁটু পানিতে সহজেই রোপণ করা যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** আষাঢ়-শ্রাবণ।

২. **চারার বয়স :** ৩০-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দূরত্ব :** ২৫ X ১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৪.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
	২০	১২	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. **রোগ-বালাই দমন :** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

চিত্রঃ এলসিসি দিয়ে ধানের পাতার রঙ মিলিয়ে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ drbrri@dhaka.net.com